সংবাদ

তারিখ ...02 AUG 2015...
পৃষ্ঠা ...১১... কলাম ...২...

শিক্ষক নিয়োগ বাণিজ্য মহম্মদপুরে স্কুল ঘেরাও

প্রতিনিধি মহম্মদপুর (মাগুরা)

মাগুরার মহম্মদপুরের পলাশবাড়ীয়া ইউনিয়নের বনগ্রাম কিষাণ মজদুর সম্মিলিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে ঘুষ ও দুর্নীতির অভিযোগে স্থানীয় বিক্ষুব্ধ জনতা গত বুধবার দুপুরে ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি বিদ্যুৎ কুমার বিশ্বাস ও প্রধান শিক্ষক শংকর কুমার বিশ্বাসের অপসারণ দাবিতে স্কুল ঘেরাও করেন। প্রায় চার শতাধিক জনতা দুপুর ১২টা থেকে ২টা পর্যন্ত টানা দুই ঘণ্টা ঘেরাও কর্মসূচি পালন করেন। বনগ্রাম কিষাণ মজদুর সম্মিলিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি বিদ্যুৎ কুমার বিশ্বাস ও প্রধান শিক্ষক শংকর কুমার বিশ্বাস অনৈতিকভাবে প্রায় ২৪ লাখ টাকা গ্রহণপূর্বক চার শিক্ষককে নিয়োগ দেয় বলে বিক্ষুব্ধ জনতা অভিযোগ করেন। অবৈধভাবে মোটা অংকের অর্থের বিনিময়ে নিয়োগ বাণিজ্যের ঘটনায় স্থানীয় বিক্ষুব্ধ জনতার ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি বিদ্যুৎ কুমার বিশ্বাস ও প্রধান শিক্ষক শংকর কুমার বিশ্বাসের অপসারণ দাবিতে স্কুল ঘেরাও করেন। এ সময় প্রধান শিক্ষকসহ সকল শিক্ষক-কর্মচারীদের অবরুদ্ধ করে রাখা হয়। সভাপতিকে দুই দিনের মধ্যে স্কুলে হাজির করা না হলে প্রধান শিক্ষককেও স্কুলে অবাঞ্ছিত করার আল্টিমেটাম দিয়ে ঘেরাও কর্মসূচি প্রত্যাহার করে নেয় জনতা। ঘেরাও কর্মসূচিতে নেতৃত্বদানকারী স্থানীয় আবদুর রহমান, ইমদাদুর বিশ্বাস, রফিকুল ইসলাম, সাদেক হোসেন মুন্সী, নুরুজ্জামান জানান, বিভিন্ন সময়ে বনগ্রাম কিষাণ মজদুর সম্মিলিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি বিদ্যুৎ কুমার বিশ্বাস ও প্রধান শিক্ষক শংকর কুমার বিশ্বাস লাখ লাখ টাকার অনৈতিক সুবিধা নিয়ে শিক্ষক নিয়োগ দেন বলে অভিযোগ করেছেন।

হিন্দু ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ে কমপক্ষে ৪০ জন ছাত্র-ছাত্রী থাকা বাধ্যতামূলক। কিন্তু বিধি ভঙ্গ করেও এ শিক্ষালয়ে হিন্দু ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। স্কুলে হিন্দু ধর্মীয় শিক্ষার্থীর সংখ্যা মাত্র ২৮ জন। নিয়মের তোয়াক্কা না করে অনৈতিকভাবে প্রায় আট লাখ টাকা নিয়ে হিন্দু ধর্মীয় শিক্ষক হিসেবে প্রমেশ কুমার সরকারকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া স্কুল আঙিনায় মসজিদ নির্মাণের কথা বলে প্রতি শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ১৫০ টাকা করে নেয়া হলেও মসজিদের কোনো কাজ তরা হয়নি।

শিক্ষক নিয়োগে মোটা অংকের অর্থ গ্রহণের বিষয়টি স্বীকার করে প্রধান শিক্ষক শংকর কুমার বিশ্বাস বলেন, সব টাকা সভাপতির কাছে। হিসাব চাইলে সভাপতি কোনো হিসাব দেননা বলেও তিনি জানান। এ বিষয়ে বনগ্রাম কিষাণ মজদুর সম্মিলিত মাধ্যমিক বিদ্যালে ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি বিদ্যুৎ কুমার বিশ্বাস বলেন, নিয়োগ দিয়ে টাকা হাতানোর বিষয়টি অস্বীকার করেন।